রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২২, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সম্পত্তি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ অক্টোবর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ/০৩ কার্তিক ১৪২২ বঙ্গাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৩.২২.০১৪.১৫-২৭৮—সরকার ১২ অক্টোবর ২০১৫/২৭ আশ্বিন ১৪২২ তারিখে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ অনুমোদন করেছে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালা ০১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম জিলানী
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ২০.০০

অধ্যায়-১: প্রারম্ভিক

১. শিরোনাম

১.১ এ নীতিমালা "সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫" হিসেবে অভিহিত হবে।

২. সংজ্ঞা

২.১ 'মহাসড়ক' অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক নেটওয়ার্কভুক্ত জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক;

২.২ 'ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ' অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি সংক্রান্ত সমুদয় দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ;

২.৩ 'বরোপিট' (Borrow pit) অর্থ মহাসড়কের পার্শ্বে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন পতিত নীচু ভূমি;

২.৪ 'জলাশয়' অর্থ মহাসড়কের পার্শ্বে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন প্রায় সব সময় পানি জমে থাকে এরূপ কোন অব্যবহৃত ভূমি;

২.৫ 'পুকুর' অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন চারদিকে পাড়বিশিষ্ট জলাশয়;

২.৬ 'রিসোর্ট' (Resort) অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমিতে স্থাপিত কটেজ ও অন্যান্য স্থাপনা;

২.৭ 'অব্যবহৃত ভবন' অর্থ সওজ অধিদপ্তরের ভূমিতে স্থাপিত দীর্ঘদিনের অব্যবহৃত ভবন;

২.৮ 'ইজারা' অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাময়িক অব্যবহৃত ভূমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে ফি আদায়ের বিনিময়ে অথবা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় উদ্ধৃত সর্বোচ্চ মূল্যে বন্দোবস্ত দেয়া;

২.৯ 'ইজারাদার' সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাময়িক অব্যবহৃত ভূমির ইজারা গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

২.১০ 'ইজারা গ্রহীতা' অর্থ এ নীতিমালার আলোকে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাময়িক অব্যবহৃত ভূমি ব্যবহারের জন্য 'ইজারাদার' হিসেবে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

২.১১ 'ইজারা কর্তৃপক্ষ' অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর অথবা এ নীতিমালার আলোকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন পর্যায়ের দপ্তর;

২.১২ 'যাত্রী ছাউনি' অর্থ রাস্তার পার্শ্বে যেখানে গণপরিবহন থামে এমন কোন জায়গায় যাত্রীদের সুবিধার্থে নির্মিত ছাউনি;

২.১৩ 'যাত্রাবিরতির জন্য বিশ্রামাগার' (Pit-stop) অর্থ সড়ক পরিবহনে যাতায়াতকারী যাত্রীদের সাময়িক যাত্রাবিরতির জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার;

২.১৪ 'ট্রাক টার্মিনাল' অর্থ দূরপাল্লার পণ্যবাহী যানবাহনের সাময়িক যাত্রাবিরতির জন্য নির্ধারিত স্থান;

২.১৫ প্রবেশপথ' অর্থ মহাসড়ক থেকে নিরাপদ দূরত্বে নির্মিত ব্যক্তিমালিকানাধীন বাসস্থান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অব্যবহৃত ভূমিতে নির্মিত পথ;

২.১৬ 'বিলবোর্ড' অর্থ মহাসড়ক থেকে নিরাপদ দূরত্বে এক বা একাধিক খুঁটি বা পোল দ্বারা স্থাপিত বাণিজ্যিক বোর্ড;

২.১৭ 'সামাজিক বনায়ন' অর্থ 'সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০১০' অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমিতে বৃক্ষরোপণ;

২.১৮ 'স্ট্যাকইয়ার্ড' অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অব্যবহৃত কোন ভূমিতে সাময়িকভাবে সড়ক উন্নয়ন বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নির্মাণ সামগ্রী রাখার জায়গা;

২.১৯ 'অধিদপ্তর' অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং এ নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত অধিদপ্তরের কোন কর্মচারী বা অধিদপ্তর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি হবেন;

২.২০ 'বিভাগ' অর্থ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ;

২.২১ 'মন্ত্রণালয়' অর্থ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।

৩. উদ্দেশ্য

৩.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমির তথ্য ডিজিটাল ও ম্যানুয়াল উভয় পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও মালিকানা নিশ্চিতকরণ;

৩.২ ভূমির রেকর্ডপত্রাদি হালনাগাদকরণ;

৩.৩ সাময়িকভাবে অব্যবহৃত ভূমির অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা সুসংহতকরণ;

৩.৪ অব্যবহৃত ভূমি সাময়িকভাবে ইজারা প্রদানের মাধ্যমে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়;

৩.৫ অব্যবহৃত ভূমির পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের জীববৈচিত্র্য এবং প্রতিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন;

৩.৬ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমির ডিজিটাল বাবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

অধ্যায়-২: ভূমির উৎস, মালিকানা ও ব্যবহার

৪. ভূমির উৎস

৪.১ প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতায় প্রাপ্ত ভূমি

ব্রিটিশ আমলের Public Works Department (PWD) পাকিস্তান আমলে Communication and Building (C&B) এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৬২ সালে তৎকালীন সিএন্ডবি ভেঙে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর নামে দু'টি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। এ ধারাবাহিকতায় সড়ক নেটওয়ার্ক ও স্থাপনা সংশ্লিষ্ট সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিকট ন্যস্ত বা হস্তান্তরিত ভূমি।

৪.২ অধিগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভূমি

The Land Acquisition Act 1894-এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ভূমি;

The (Emergency) Requisition of Property Act, 1948 এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ভূমি;

The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance (Ordinance No.II of 1982) 1982 এর আওতায় অধিগ্রহণকৃত ভূমি;

ভবিষ্যতে প্রণীত অনুরূপ আইনদ্বারা অধিগ্রহণকৃত ভূমি।

৪.৩ হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভূমি

বিভিন্ন সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেমন-ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে ইত্যাদি হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত সড়ক এবং সড়ক সংলগ্ন ভূমি ও ভূমিতে স্থাপিত স্থাপনা ও রোপিত গাছপালাসমূহ।

৫. ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণ

৫.১ অনুচ্ছেদ- ৪ অনুযায়ী প্রাপ্ত ভূমির রেকর্ড যথাযথভাবে সড়ক বিভাগভিত্তিক ডিজিটাল ও বই আকারে বাঁধাই করে সংরক্ষণ ও ভূমির রেকর্ড নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ;

৫.২ সার্ভেয়ার দ্বারা পরিমাপ করে অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমির সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং চিহ্নিত সীমানায় প্রাচীর/খুঁটি/ স্তম্ভ স্থাপন;

৫.৩ নামজারী ও জমাখারিজ করে ভূমির খতিয়ান হালনাগাদকরণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

৫.৪ ভূমি উন্নয়ন কর নিয়মিতভাবে পরিশোধকরণ;

৫.৫ যে সকল ভূমি অবৈধ দখলে রয়েছে তার জন্য অবৈধ দখলদারের নাম ও ঠিকানাসহ পৃথক রেজিস্টার বা ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

৫.৬ যে সকল ভূমি নিয়ে মামলা রয়েছে সে সকল ভূমির ও মামলার তথ্যসম্বলিত পৃথক রেজিস্টার বা ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

৬. ভূমির ব্যবহার

৬.১ নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্কের জন্য প্রয়োজন এবং মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নিকট ভবিষ্যতে প্রয়োজন এমন ভূমি ইজারা দেয়া যাবে না। তবে অব্যবহৃত ভূমি সাময়িকভাবে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অস্থায়ী ইজারা বা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে।

অধ্যায়-৩: ভূমি ব্যবহারের অনুমতি

৭. উন্নয়নমূলক কাজে ভূমি ব্যবহার

৭.১ সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকান্ডের যেমন-অপটিক্যাল ফাইবার লাইন, পানির পাইপ লাইন, গ্যাস পাইপ লাইন, টেলিফোন লাইন, বিদ্যুৎ লাইন ইত্যাদির প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূলে অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে;

৭.২ এ ধরনের ব্যবহারের অনুমতি বিদ্যমান মহাসড়কের Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবরই শুধুমাত্র প্রদান করা যাবে;

৭.৩ মহাসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান স্থাপিত স্থাপনাসমূহ সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের নোটিশে আবশ্যিকভাবে নিজ খরচে সরিয়ে নিতে বাধ্য থাকবে;

৭.৪ কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থাপনা অপসারণে ব্যর্থ হলে ঐ স্থাপনা পরিত্যক্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এ সকল স্থাপনার বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;

৭.৫ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসৃত হবে, তবে এ ক্ষেত্রে এককালীন ফি প্রযোজ্য হবে;

৭.৬ এককালীন ফি একই শ্রেণির ভূমির মৌজা মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ হার হবে ৫০%।

উদাহরণ: ভূমির শ্রেণি নাল, ভূমির পরিমাণ ০.১০ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে: মৌজা মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ৫০%
অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা× ০.১০ একর × ৫০% = ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা।

৮. ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন

৮.১ সড়ক নিরাপত্তা ও যান চলাচলে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না সড়ক দ্বীপের শুধুমাত্র এমন স্থানে ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা যাবে;

৮.২ সড়ক দ্বীপের বাইরে কোন স্থানে কোন অবস্থাতেই কোন ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের অনুমতি দেয়া যাবে না;

৮.৩ ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভের অবস্থান, আকার, স্থাপনার উচ্চতা ও কাঠামোর ডিজাইন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;

৮.৪ মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের নোটিশে আবশ্যিকভাবে সরিয়ে নিতে হবে, অন্যথায় ভেঙ্গে অপসারণ করা যাবে;

৮.৫ ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য এককালীন ফি প্রযোজ্য হবে;

৮.৬ এককালীন ফি একই শ্রেণির ভূমির মৌজা মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ হার হবে ২০% ।

উদাহরণ: ভূমির শ্রেণি নাল, সড়ক দ্বীপের পরিমাণ ০.০৪ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে: মৌজা মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ২০%
অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা× ০.০৪ একর × ২০% = ৮০০/-(আটশত) টাকা।

৯. যাত্রী ছাউনি নির্মাণ

৯.১ সড়ক নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি করে না এবং পথচারী ও গাড়ীচালকদের দৃষ্টি ব্যাহত করে না সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন এমন আপাতঃ অব্যবহৃত ভূমিতে বাস্তব প্রয়োজনে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে যাত্রী ছাউনি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা যাবে;

৯.২ এক্ষেত্রে আগ্রহী উদ্যোক্তা ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নকশা এবং লে-আউট প্ল্যানের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

৯.৩ যাত্রী ছাউনিতে উক্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোন দোকান নির্মাণ এবং কোন বিজ্ঞাপনী বোর্ড স্থাপন করা যাবে না বা কোন দোকান, রেস্টুরেন্ট ও বাণিজ্যিক ইউনিট পরিচালনা করা যাবে না;

৯.৪ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর নির্মিত যাত্রী ছাউনিতে দোকান বা বিলবোর্ড স্থাপনের জন্য অস্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে ইজারা প্রদান করতে পারবে ;

৯.৫ নির্মিত যাত্রী ছাউনি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রয়োজনে বিনা ক্ষতিপূরণে নির্মাণকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ অপসারণে বাধ্য থাকবে। অন্যথায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক তা অপসারণ করা হবে এবং তা সরকারী সম্পত্তি বলে গণ্য হবে;

৯.৬ যাত্রী ছাউনি নির্মাণে এককালীন ফি প্রযোজ্য হবে;

৯.৭ এককালীন ফি একই শ্রেণির ভূমির মৌজা মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ হার হবে ২০%।

উদাহরণ: ভূমির শ্রেণি নাল, ভূমির পরিমাণ ০.০৫ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে:
মৌজা মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ২০%
অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা× ০.০৫ একর × ২০% = ১,০০০/-(একহাজার) টাকা।

অধ্যায়-৪: ইজারা

১০. যাত্রাবিরতির জন্য বিশ্রামাগার (Pit-stop)

১০.১ ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি সংরক্ষণ করে সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হবে না এবং পথচারী ও গাড়ীচালকদের দৃষ্টি ব্যাহত করে না, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন এমন আপাতঃ অব্যবহৃত ভূমি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত যাত্রাবিরতির জন্য বিশ্রামাগার স্থাপনে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে;

১০.২ ব্যক্তিগত ভূমিতে যাত্রাবিরতির জন্য বিশ্রামাগার স্থাপন করা হলে যাতায়াতের প্রয়োজনে প্রবেশ ও বহির্গমন পথ হিসেবে মহাসড়ক সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি অস্থায়ীভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে;

১০.৩ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আপাতঃ অব্যবহৃত ভূমি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি একত্র করে যাত্রা বিরতির জন্য বিশ্রামাগার স্থাপন করা যাবে। এক্ষেত্রে যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনে প্রবেশ ও বহির্গমন পথ এবং যাত্রা বিরতির জন্য বিশ্রামাগার স্থাপনে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন আপাতঃ অব্যবহৃত ভূমি সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে;

১০.৪ যাত্রা বিরতির জন্য বিশ্রামাগারে যাতায়াতের পথ নির্মাণের সময় পানি প্রবাহের জন্য ইজারা গ্রহীতাকে নিজ খরচে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: পাইপ, পাইপ কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে;

১০.৫ যাত্রাবিরতির জন্য বিশ্রামাগারে যাত্রীদের সুবিধার্থে রেস্টুরেন্ট, রাত্রি যাপনের জন্য আবাসিক সুবিধা সম্বলিত সর্বোচ্চ ০৫টি কক্ষ, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক প্রসাধন কক্ষ (টয়লেট), ইন্টারনেট সুবিধা সম্বলিত ফ্রি Wi-Fi Zone, যানবাহনের হালকা মেরামত সুবিধাদি, কমপক্ষে ২০টি গাড়ীর সাময়িক পার্কিং সুবিধা ইত্যাদি থাকতে হবে;

১০.৬ যাত্রাবিরতির জন্য বিশ্রামাগার স্থাপনের নিমিত্ত এককালীন এবং বাৎসরিক ইজারা ফি উভয়ই প্রযোজ্য হবে;

১০.৭ এককালীন ফি একই শ্রেণির ভূমির মৌজা মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ হার হবে ৫০%;

উদাহরণ: ভূমির শ্রেণি নাল, ভূমির পরিমাণ ০.৪০ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে : মৌজা মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ৫০%

অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা× ০.৪০ একর × ৫০% = ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা।

১০.৮ বাৎসরিক ইজারা ফি এককালীন ফি'র ১০% হারে হবে।

১১. ট্রাক টার্মিনাল

১১.১ ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি সংরক্ষণ করে সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হবে না এবং পথচারী ও গাড়ীচালকদের দৃষ্টি ব্যাহত করে না, এমন আপাতঃ অব্যবহৃত ভূমি দূরপাল্লার পণ্যবাহী যানবাহনের সাময়িক যাত্রাবিরতির জন্য ট্রাক টার্মিনাল হিসেবে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে;

১১.২ যাত্রাবিরতির জন্য ট্রাক টার্মিনালে চালকদের সুবিধার্থে রেস্টুরেন্ট, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রসাধন কক্ষ (টয়লেট), ইন্টারনেট সুবিধা সম্বলিত ফ্রি Wi-Fi Zone, যানবাহনের হালকা মেরামত সুবিধাদি, কমপক্ষে ২০টি ট্রাকের সাময়িক পার্কিং সুবিধা ইত্যাদি থাকতে হবে;

১১.৩ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন আপাতঃ অব্যবহৃত ভূমিতে স্থাপিত ট্রাক টার্মিনাল থেকে শুধুমাত্র ঘন্টা ভিত্তিক পার্কিং ফি আদায় করা যাবে। ট্রাক টার্মিনালের পার্কিং ফি সংশ্লিষ্ট জেলার Regional Transport Committee (RTC) কর্তৃক নির্ধারিত হবে;

১১.৪ সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিজস্ব ভূমিতে ট্রাক টার্মিনাল স্থাপন করা হলে টার্মিনালে যাতায়াতের প্রয়োজনে প্রবেশ ও বহির্গমন পথ হিসেবে মহাসড়ক সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি অস্থায়ী ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে;

১১.৫ ট্রাক টার্মিনালে যাতায়াতের পথ নির্মাণের সময় পানি প্রবাহের জন্য ইজারা গ্রহীতাকে নিজ খরচে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: পাইপ, পাইপ কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে;

১১.৬ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যায় সংগঠন বা সমিতি নিজস্ব উদ্যোগে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন আপাতঃ অব্যবহৃত ভূমি ইজারা নিয়ে ট্রাক টার্মিনাল স্থাপন করতে পারবে;

১১.৭ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমির জন্য এককালীন এবং বাৎসরিক ইজারা ফি উভয়ই প্রযোজ্য হবে;

১১.৮ এককালীন ফি একই শ্রেণির ভূমির মৌজা মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ হার হবে ২৫%;

উদাহরণ: ভূমির শ্রেণি নাল, ভূমির পরিমাণ ০.৫০ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে : মৌজা মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ২৫%

অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা× ০.৫০ একর × ২৫% = ১২,৫০০/-(বার হাজার পাঁচশত) টাকা।

১১.৯ বাৎসরিক ইজারা ফি এককালীন ফি'র ১০% হবে।

১২. আবাসিক প্রবেশ পথ

১২.১ মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে বাড়ি নির্মাণ করা হলে সেই বসত বাড়িতে যাতায়াতের প্রয়োজনে শুধুমাত্র একটি পথ ব্যবহারের জন্য মহাসড়ক সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০(দশ) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে;

১২.২ বসত বাড়িতে যাতায়াতের পথের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২ (বার) ফুট এবং পথের ঢালের অনুপাত হবে ১:২। এক্ষেত্রে যাতায়াত পথের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশি হতে পারবে না;

১২.৩ বসত বাড়িতে যাতায়াতের পথ নির্মাণের সময়েই পানি প্রবাহের জন্য ইজারা গ্রহীতাকে নিজ খরচে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: পাইপ, পাইপ কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি স্থাপন করতে হবে;

১২.৪ বসত বাড়িতে যাতায়াতের পথের জন্য এককালীন ফি এবং বাৎসরিক ইজারা ফি উভয়ই প্রযোজ্য হবে। প্রথম ইজারার সময় এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি একত্রে পরিশোধ করতে হবে;

১২.৫ বসত বাড়িতে যাতায়াতের পথের এককালীন ফি বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণির ভূমির মৌজা মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ হার হবে ৪০%;

উদাহরণ: ভূমির শ্রেণি নাল, ভূমির পরিমাণ ০.০৪ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে: মৌজা মূল্য x ভূমির পরিমাণ x ৪০%

অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা x ০.০৪ একর x ৪০% = ১,৬০০/-(এক হাজার ছয়শত) টাকা।

১২.৬ বাৎসরিক ইজারা ফি এককালীন ফি'র ১০% হবে।

১৩. বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ

১৩.১ মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হলে সেই প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের প্রয়োজনে শুধু মাত্র একটি যাতায়াত পথ ব্যবহারের জন্য সড়ক সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০(দশ) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে;

১৩.২ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের পথের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট এবং পথের ঢালের অনুপাত হবে ১:২। এক্ষেত্রে যাতায়াত পথের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশি হতে পারবে না;

১৩.৩ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের পথ নির্মাণের সময়েই পানি প্রবাহের জন্য ইজারা গ্রহীতাকে নিজ খরচে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে;

১৩.৪ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের পথের জন্য এককালীন ফি এবং বাৎসরিক ইজারা ফি উভয়ই প্রযোজ্য হবে। প্রথম ইজারার সময় এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি একত্রে পরিশোধ করতে হবে;

১৩.৫ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের পথের এককালীন ফি বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণির ভূমির মৌজা মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ হার হবে ৭৫%;

উদাহরণ: ভূমির শ্রেণি নাল, ভূমির পরিমাণ ০.০৪ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে: মৌজা মূল্য x ভূমির পরিমাণ x ৭৫%

অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা x ০.০৪ একর x ৭৫% = ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা।

১৩.৬ বাৎসরিক ইজারা ফি এককালীন ফি'র ১০% হবে।

১৪. পেট্রোল পাম্প, ডিজেল পাম্প ও সিএনজি স্টেশন প্রবেশ পথ

১৪.১ মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে নিজস্ব ভূমিতে পেট্রোল পাম্প, ডিজেল পাম্প ও সিএনজি স্টেশন স্থাপন করা হলে সেই পেট্রোল পাম্প, ডিজেল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনে যাতায়াতের প্রয়োজনে প্রবেশ পথ ও বহির্গমন পথ হিসেবে সড়ক সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০(দশ) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে;

১৪.২ এ ক্ষেত্রে ১(এক)টি প্রবেশপথ ও ১(এক)টি বহির্গমন পথ প্রদেয় হবে, যার প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) ফুট এবং প্রবেশ ও বহির্গমন পথের ঢালের অনুপাত হবে ১:২। এক্ষেত্রে যাতায়াত পথের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশি হতে পারবে না;

১৪.৩ পেট্রোল পাম্প, ডিজেল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনে প্রবেশ ও বহির্গমন পথ নির্মাণের সময়েই পানি প্রবাহের জন্য ইজারা গ্রহীতাকে নিজ খরচে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে;

১৪.৪ সড়ক নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচলের স্বার্থে জ্বালানী স্টেশন হতে সড়কে সরাসরি প্রবেশ করা যাবে না, এর জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী সার্ভিস লেন ইজারা গ্রহীতাকে নিজ খরচে নির্মাণ করতে হবে;

১৪.৫ পেট্রোল পাম্প, ডিজেল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনে প্রবেশ ও বহির্গমন পথের জন্য এককালীন ফি এবং বাৎসরিক ইজারা ফি উভয়ই প্রযোজ্য হবে; প্রথম ইজারার সময় এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা মূল্য একত্রে পরিশোধ করতে হবে;

১৪.৬ পেট্রোল পাম্প, ডিজেল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনে যাতায়াতের প্রবেশ ও বহির্গমন পথের এককালীন ফি বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণির ভূমির মৌজা মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ হার হবে ৭৫%;

উদাহরণ: ভূমির শ্রেণি নাল, ভূমির পরিমাণ ০.০৮ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে:
মৌজা মূল্য ×ভূমির পরিমাণ × ৭৫%
অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা× ০.০৮ একর × ৭৫%= ৬,০০০/-(ছয় হাজার) টাকা।

১৪.৭ বাৎসরিক ইজারা ফি এককালীন ফি'র ১০% হবে;

১৪.৮ এ নীতিমালা অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমিতে নতুন করে কোন পেট্রোল পাম্প, ডিজেল পাম্প ও সিএনজি স্টেশন স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে না;

১৪.৯ এ নীতিমালা জারির পূর্বে ২০০৪ সালের বা তৎপূর্বের নীতিমালা অনুযায়ী অধিদপ্তরের ভূমিতে স্থাপিত পেট্রোল পাম্প, ডিজেল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনের ক্ষেত্রেও পরবর্তী নবায়নের সময় থেকে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে এবং প্রবেশ ও বহির্গমন পথসহ সম্পূর্ণ ভূমির জন্য এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি উভয়ই প্রযোজ্য হবে; এবং

১৪.১০ নতুন প্রবেশ ও বহির্গমন পথ অনুমোদনের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সর্বোচ্চ প্রতি কিলোমিটারে ২ (দুই) টি এবং পৌর এলাকায় প্রতি কিলোমিটারে ১ (এক) টি ও অন্যান্য এলাকায় প্রতি ৫ (পাঁচ) কিলোমিটারে সর্বোচ্চ একটি পেট্রোল পাম্প, ডিজেল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনের জন্য প্রবেশ ও বর্হিগমন পথের অনুমোদন দেয়া যাবে।

অধ্যায়-৫: বিলবোর্ড

১৫. বিলবোর্ড

১৫.১ সড়ক নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি করে না এবং পথচারী ও গাড়ীচালকদের মনঃসংযোগ ব্যাহত করে না সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন এমন ভূমিতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছর মেয়াদে বিলবোর্ড স্থাপনের জন্য নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে;

১৫.২ সড়ক বাঁকের ভিতরের দিকে (Inside the curve), কেপিআই (Key Point Installation) এলাকার অভ্যন্তরে, ফুটওভার ব্রীজ, সেতু, ফ্লাইওভার, সড়কের ভবন ইত্যাদি অবকাঠামোর উপর ও পার্শ্বে এবং সড়কের দু'পাশ জুড়ে আড়াআড়িভাবে (Across the road) কোন অবস্থাতেই বিলবোর্ড স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে না;

১৫.৩ অনুচ্ছেদ ১৫.২ সাপেক্ষে বিলবোর্ডের অবস্থান, আকার, স্থাপনের উচ্চতা, দূরত্ব এবং কাঠামোর ডিজাইন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;

১৫.৪ বিলবোর্ডে অশালীন, সরকারি নীতির পরিপন্থী বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা যাবে না;

১৫.৫ বিলবোর্ডে ব্যবহৃত ভাষা, ছবি, স্কেচ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির দায়-দায়িত্ব ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

১৫.৬ প্রতিটি বিলবোর্ডের উপরে ইজারা গ্রহীতাকে যে স্মারকে ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার নম্বর, তারিখ ও মেয়াদ পাঠযোগ্যভাবে উল্লেখ করতে হবে;

১৫.৭ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোন কারণে বিলবোর্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পথচারী ও যান চলাচলে বাঁধা সৃষ্টি এবং সড়ক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে ইজারা গ্রহীতাকে তাৎক্ষণিকভাবে নিজ দায়িত্বে তা অপসারণ করতে হবে, অন্যথায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিকটস্থ অফিস কর্তৃক তা অপসারণ করা হবে। এক্ষেত্রে অপসারিত বিলবোর্ড সরকারি সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে এবং অপসারণের যাবতীয় ব্যয়ভার ইজারা গ্রহীতাকে বহন করতে হবে;

১৫.৮ সরকারি প্রয়োজনে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বিনা ভাড়ায় বছরে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিন ইজারাকৃত বিলবোর্ডে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করতে পারবে;

১৫.৯ বিলবোর্ড ইজারা গ্রহণের জন্য এককালীন ফি এবং বাৎসরিক ইজারা ফি উভয়ই প্রদান করতে হবে;

১৫.১০ বিলবোর্ড ইজারা হবে বর্গফুট ভিত্তিক। বিলবোর্ড ইজারার এককালীন ফি বিল বোর্ডের ধরন এবং মহাসড়কের শ্রেণি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর ভিত্তি বছর হিসেবে গণ্য হবে। পরবর্তী প্রতি অর্থবছরের এককালীন ফি পূর্ববর্তী অর্থবছরে

প্রযোজ্য নির্ধারিত ফি এর উপর ৫% হারে বৃদ্ধি পাবে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এককালীন ভিত্তি ফি নিম্নরূপ:

ক্রম	বিল বোর্ডের ধরণ	এককালীন ফি **(টাকায়)**		
		জাতীয় মহাসড়ক সংলগ্ন ভূমি	আঞ্চলিক মহাসড়ক সংলগ্ন ভূমি	জেলা সড়ক সংলগ্ন ভূমি
১।	ডিজিটাল টিভি (প্রতি বর্গফুট/বাৎসরিক)	৩০,০০০.০০	১৫,০০০.০০	৭,৫০০.০০
২।	স্ক্রলভিশন (প্রতি বর্গফুট/বাৎসরিক)	১০,০০০.০০	৫,০০০.০০	২,৫০০.০০
৩।	ট্রাইভিশন (প্রতি বর্গফুট/ বাৎসরিক)	৬,০০০.০০	৩,০০০.০০	১,৫০০.০০
৪।	অন্য যে কোন ধরণের বিলবোর্ড (প্রতি বর্গফুট/বাৎসরিক)	২,০০০.০০	১,০০০.০০	৫০০.০০

১৫.১১ বাৎসরিক ইজারা ফি এককালীন ফি'র ১০% হবে;

১৫.১২ ইজারা গ্রহীতাকে বিলবোর্ড সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কর ও ভ্যাট প্রদান করতে হবে। প্রথম চুক্তি স্বাক্ষর ও নবায়নের সময় সিটিআরসহ কর ও ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণক দাখিল করতে হবে; এবং

১৫.১৩ ইজারা গ্রহীতাকে বিদ্যুৎ খরচের ব্যয় বহন করতে হবে।

অধ্যায়-৬: অন্যান্য ইজারা

১৬. মৎস্য চাষ

১৬.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন মৎস্য চাষের উপযোগী আপাতঃ অব্যবহৃত নীচু ভূমি বা বরোপিট সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে বছর বছর নবায়নের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদে মৎস্য চাষের জন্য ইজারা প্রদান করা যাবে; এবং

১৬.২ উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মূল্যায়িত সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট ইজারা প্রদান করা যাবে। তবে উদ্ধৃত দর বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণির ভূমির মৌজা মূল্যের এক দশমাংশের কম হতে পারবে না।

১৭. কৃষিকাজ

১৭.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন কৃষিকাজের উপযোগী আপাতঃ অব্যবহৃত ভূমিতে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে বছর বছর নবায়নের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদে কৃষিকাজের জন্য ইজারা প্রদান করা যাবে;

১৭.২ উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মূল্যায়িত সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট ইজারা প্রদান করা যাবে। তবে উদ্ধৃত দর বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণির ভূমির মৌজা মূল্যের এক দশমাংশের কম হতে পারবে না;

১৭.৩ কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য ভূমিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিজ খরচে করতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই পানির প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা যাবে না।

১৮. সামাজিক বনায়ন

১৮.১ সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০১০ অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অব্যবহৃত ভূমিতে বা মহাসড়কের পার্শ্বের ভূমিতে বৃক্ষরোপন/বনায়ন করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের লিখিত পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;

১৮.২ প্রতিটি সড়ক বিভাগের উদ্যোগে মহাসড়কের পার্শ্বের ভূমিতে জনসাধারণ ও যান চলাচলের বিঘ্ন না ঘটিয়ে প্রতিবছর কমপক্ষে ২.০০ কিলোমিটার অংশে ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রোপন করতে হবে; এবং

১৮.৩ সড়ক নিরাপত্তার প্রতি ঝুঁকি সৃষ্টি করে এমন স্থানে অথবা সড়কের সোল্ডারে কোন বৃক্ষরোপন/বনায়ন করা যাবে না।

১৯. স্ট্যাকইয়ার্ড স্থাপন

১৯.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রাসারন কাজের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ঠিকাদারের আবেদনক্রমে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ অব্যবহৃত ভূমি সাময়িকভাবে স্ট্যাকইয়ার্ড হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্ত কাজের চুক্তিকালীন সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে সরকারি ফি আদায়পূর্বক ইজারা প্রদান করতে পারবে;

১৯.২ স্ট্যাকইয়ার্ড ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছরের জন্য শুধু এককালীন ফি আদায়যোগ্য হবে, এককালীন ফি বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণির ভূমির মৌজা মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ হার হবে ৫০%।

উদাহরণ: ভূমির শ্রেণি নাল, সড়ক দ্বীপের পরিমাণ ০.৫০ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে: মৌজা মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ৫০%

অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা× ০.৫০ একর × ৫০%= ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা।

১৯.৩ ইজারা মেয়াদ ১ (এক) বছরের বেশী হলে বাৎসরিক ইজারা ফি প্রদান করতে হবে যা এককালীন ফি'র ১০% হবে;

১৯.৪ নির্দিষ্ট ইজারা মেয়াদের মধ্যে ঠিকাদারের সমূদয় মালামাল ঠিকাদার কর্তৃক বিনা ব্যর্থতায় অপসারণ করতে হবে; অন্যথায় এ সমস্ত মালামাল সরকারি মালামাল হিসেবে গণ্য হবে।

অধ্যায়-৭: সাধারণ শর্তাবলী

২০. শর্তাবলী

২০.১ ইজারার জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর নির্ধারিত ফরম প্রস্তুত/সংশোধন/পরিমার্জন করতে পারবেন;

২০.২ মৎস্য, কৃষি কাজ ও সামাজিক বনায়নের জন্য ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে ইজারা ভূমির সংলগ্ন ভূমির মালিকগণ অগ্রাধিকার পাবেন। তবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি লীজ গ্রহণে আগ্রহী না হলে বা উদ্ধৃত মূল্য কম হলে প্রার্থীত ভূমির নিকটবর্তিতা অনুসারে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে;

২০.৩ উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ইজারার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীকে উদ্ধৃত সম্পূর্ণ মূল্য Magnetic Ink Character Reader (MICR)/ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার হিসেবে দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। প্রাপ্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের সঠিকতা যাচাই করে অকৃতকার্য অংশগ্রহণকারীর ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক অবমুক্ত করে দেয়া হবে;

২০.৪ কৃষি ও মৎস্য চাষের ইজারা বাংলা সন ভিত্তিক হবে;

২০.৫ প্রথম ইজারার আবেদন প্রক্রিয়াকরণের সময় সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এই মর্মে সন্তুষ্ট হবেন যে, প্রত্যাশিত ভূমির বিপরীতে কোন মামলা কোন আদালতে বিচারাধীন নেই এবং ইজারা প্রক্রিয়াকরণ করা হলে আদালত অবমাননার কোন আশংকা নেই। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্রও প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করে প্রেরণ করতে হবে;

২০.৬ ইজারাকৃত ভূমি মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidevit) গ্রহণ করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন;

২০.৭ ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও কর পরিশোধ করতে হবে;

২০.৮ সকল ইজারা গ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে ইজারা চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। প্রত্যেক চুক্তিপত্রের সাথে ভূমির অনুমোদিত উন্নয়ন নকশা সংযুক্ত রাখতে হবে এবং নকশাটি চুক্তির অংশ হিসেবে গণ্য হবে। চুক্তিপত্রে ভূমির পরিমাপ একরে উল্লেখ করে ভূমির তফসিল [মৌজার নাম, খতিয়ান নম্বর (সিএস, আরএস, বিএস, হাল জরিপ ও চৌহদ্দী), দাগ নম্বর (সিএস, আরএস, বিএস, হাল জরিপ ও চৌহদ্দী)] সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় চুক্তি সম্পাদন করা যাবে না;

২০.৯ সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সংলগ্নীসহ প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে;

২০.১০ ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;

২০.১১ ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

২০.১২ ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;

২০.১৩ ইজারাকৃত ভূমি মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের স্বার্থে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে পারবে বা ইজারাকৃত ভূমির ব্যবহার বন্ধ রাখতে পারবে ;

২০.১৪ কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;

২০.১৫ ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকান্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;

২০.১৬ চলমান ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ৩ (তিন) মাস পূর্বে ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে। অন্যথায় নতুন করে ইজারা প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। নবায়ন ফি পূর্বতন বাৎসরিক ইজারা ফি'র ১০% অতিরিক্ত হারে পরিশোধ করতে হবে;

২০.১৭ ইজারাকৃত ভূমি মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজন না থাকলেই শুধু নবায়নের আবেদন বিবেচনা ও প্রক্রিয়া করা যাবে; এবং

২০.১৮ ইজারার চলমান মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ১ (এক) মাস পূর্বে পুনঃইজারার কার্যক্রম শেষ করতে হবে।

অধ্যায়-৮: চুক্তি অনুমোদনকারী ও নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক	বিষয়	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	উন্নয়নমূলক কাজে ভূমি ব্যবহার	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	প্রযোজ্য নয়
২.	ভাস্কর্য ও স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	প্রযোজ্য নয়
৩.	যাত্রী ছাউনি নির্মাণ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	প্রযোজ্য নয়

ক্রমিক	বিষয়	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.	যাত্রাবিরতির জন্য বিশ্রামাগার (Pit- stop)	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৫.	ট্রাক টার্মিনাল	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৬.	আবাসিক প্রবেশ পথ	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর
৭.	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৮.	পেট্রোল পাম্প, ডিজেল পাম্প ও সিএনজি স্টেশন প্রবেশ পথ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৯.	বিলবোর্ড	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০.	মৎস্য চাষ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১১.	কৃষিকাজ	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর
১২.	সামাজিক বনায়ন	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৩.	স্ট্যাকইয়ার্ড স্থাপন	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জোন)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জোন)

অধ্যায়-৯: বিবিধ

২১. আদায়কৃত এককালিন ও বাৎসরিক ইজারা ফি নির্ধারিত **অর্থনৈতিক কোডে জমা** প্রদান করতে হবে।

২২. ইতোপূর্বে সম্পাদিত সমুদয় ইজারা এই নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে বলবৎ থাকবে, তবে ইজারা ফি বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী সংশোধিত আকারে পুনঃনির্ধারণ করতে হবে। পরবর্তী নবায়নের তারিখ হতে এই **ইজারা ফি কার্যকর** হবে।

২৩. সরকার, গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধমে, সময় সময় এ **নীতিমালা সংশোধন**, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

২৪. **“সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা স্থাপন এবং পেট্রোল পাম্প ও ডিজেল পাম্প স্থাপনের জন্য সড়ক ও জনপথ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির ইজারা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০০৪”** ও **“সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জমি-জমা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০০৫”** এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ এ নীতিমালা গেজেট আকারে জারীর তারিখ হতে **বাতিল** বলে গণ্য হবে। তবে পূর্ববর্তী নীতিমালাদ্বয় এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত চলমান কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত থাকবে এবং উক্ত কার্যক্রম এ নীতিমালার আওতায় **গৃহীত** বলে গণ্য হবে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ড. মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd